ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার জেরে রোববার রাতে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুপক্ষের অস্ত্রের মহড়া ও সংঘর্ষ হয়েছে। এ স
সালের ৫ অক্টোবর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ মশিয়ুর রহমান হলে ডাকাতি হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শা
দেন ডাকাতির ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থী নুরুল আমিন। তিনি যবিপ্রবি ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল রানার অনুসারী।

ফেসবুক স্ট্যাটাসে নুরুল আমিন লিখেন, ৫ অক্টোবর যবিপ্রবির ইতিহাস রচনার দিন। আর এই ইতিহাস রচনার মূল নায়ক যবিপ্রবি ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এসএম শামীম হাসান। আমরা আশা করি উনি আবার আমাদের মাঝে আসবেন, ডাকাতি করে নিয়ে যাওয়া মোবাইল, ল্যাপটপ ফেরত দেওয়ার জন্য।

এ স্ট্যাটাস দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হন সাবেক সাধারণ সম্পাদক এসএম শামীম হাসানের ভাগনে ও বর্তমান যবিপ্রবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর
রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কদমতলায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর ফয়সালের অনুসরী সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল ই
অস্ত্র দিয়ে সভাপতি সোহেল রানার অনুসারীদের ধাওয়া করেন। এরপর কদমতলা থেকে তানভীর ফয়সালের অনুসরীরা শহিদ মশিয়ুর রহমান হ
সভাপতি সোহেল রানার নেতৃত্বে তার অনুসারীরা হলে ঢুকলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। এ সময় বিশ্ববিদ্যাল
সরকারকে মারধর করে তার মোবাইল ছিনিয়ে নেয়।

শিহাবকে মারধর করে ছাত্রলীগ কর্মী পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রায়হান রহমান রাব্বি, রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের জুবায়ে
তৃতীয় বর্ষের বাহার, একই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নুর আলম, চতুর্থ বর্ষের সৌমিক, স্নাতকোত্তরের উত্তম, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভা
অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আকিব ইবনে সাইদসহ অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগ কর্মী। যবিপ্রবি ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক তান
মহড়া হয়নি। বিষয়টি ভুল বোঝাবুঝি ছিল। আমরা সভাপতি-সম্পাদক বসে বিষয়টি সমাধান করেছি। আর সাংবাদিকের মারধরের ঘটনাটি খতিয়ে
রানা বলেন, নিজেরা বসে বিষয়টি সমাধান করেছি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ঘটনাটি শোনার পর আমি হল পরিদর্শন করেছি। কিন্তু কোনো পক্ষই অভিযোগ করেনি। হল প্র

বিকাশ খেলাপাগল